÷২০১০ পরমাণু দুর্ঘটনার অসামরিক দায়বদ্ধতা আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বারংবার করা প্রস্ন এবং তার জবাব

প্রস্ন-১. প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফরের সময়ে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্রের সংগে কোন কোন সমঝোতা উপনীত হয়েছে?

জবাব- অসামরিক পরমাণু দায়বদ্ধতা সংকরান্ত বিষয়ে ভারত ও আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্র এক সমঝোতায় উপনীত হয় এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১২৩ দ্বিপাক্ষিক চুকতি বাস্তবায়ণের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটি টেকস্ট চূড়ান্ত করা হয়। এরফলে ভারতে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতায় পরমাণু চুল্লি স্থাপনের বাণিজ্যিক আপস-আলোচনার পথ এবং ২০০৫-২০০৮ সালের অসামরিক পরমাণু সমঝোতার অর্ন্তনিহিত তাৎপর্যপূণ আর্থিক ও দুষণমুকতো বিদ্যুত শকত্রি সম্ভাবনা প্রাপ্তির পথ সুগম করবে।

প্রস্ন-২. এই সমঝোতায় উপনীত হওয়া কেমনভাবে সম্ভব হলো?

জবাব- স্মরণ করা যেতে পারে গত ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের সময়ে উভয় নেতা ভারত-আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্র অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুকতি বাস্তবায়ণের দায়বদ্ধতা পুনরূকতি করেন এবং অসামরিক পরমাণু বিদ্যুত শকতি সহযোগিতা বাস্তবায়ণে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি কনট্যাকট গোষ্ঠী গঠন করেন। এই গোষ্ঠীতে আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি এবং ভারতীয় পক্ষের এনপিসিএল ও আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্রের পক্ষে ওয়েস্টিংটনহাউস এবং জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানিবও সমস্তরের প্রতিনিধি সহ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক,পারমাণবিক শকতি বিভাগ,ভারতের পরমাণু বিদ্যুত নিগম লিমিটেডের (এনপিসিএল),অর্থমন্ত্রক এবং আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই গোষ্ঠী নয়াদিল্লিতে(১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০১৪), ভিয়েনায় (৬-৭ জানুয়ারি ২০১৫) এবং লন্ডনে (২১-২২ জানুয়ারি ২০১৫) তিনবার মিলিত হয়। এই আলোচনার নির্যাসে আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্রের সংগে অসামরিক পরমাণু সহযোগিতার বিষয়ের বকেয়া দুটি ইস্যু নিয়ে এক সমঝোতায় উপনীত হয়,যেটা দুই রাষ্ট্রনেতা ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ নিশ্চিত করেন।

প্রস্ন-৩. পরমাণু দুর্ঘটনার অসামরিক দায়বদ্ধতা আইন ২০১০(সিএলএনডি আইন ২০১০) এবং সিএলএনডি রূলস ২০১১ কি সংশোধন করতে ভারত কি সম্মত হয়েছে? বা এখন যদি নাও হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে করা হবে কি?

জবাব- আইন অথবা রুলস সংশোধন করার কোনো প্রস্তাবই নেই।

প্রস্ন-৪. সিএলএনডি আইন নিয়ে আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্রের উদ্বেগের সমাধান কিভাবে হলো ?

জবাব- কনট্যাকট গোষ্ঠীর আলোচনার সময়ে ভারতীয় পক্ষ অতীতের বিধিবিবাদ ও সংসদীয় ইতিহাস উল্লেখ করে পরমাণু দুর্ঘটনার অসামরিক দায়বদ্ধতা আইন (সিএলএনডি) এবং পরমাণু দুর্ঘটনার অতিরিকতো ক্ষতিপূরণের সনদ অনুযায়ী(সিএসসি) সঙ্গতিপূর্ণ বলে যুকতি পেশ করেন। দায়বদ্ধতার সামগ্রিক ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় বিমা তহবিলের পরিকল্পনাও আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্রকে জানানো হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পেশ করা যুকতির ভিত্তিতে পরবর্তী আলোচনায় একটি সাধারণ বোঝাপড়া হয় যে, ভারতের সিএলএনডি আইন সিএসসির সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারত ইতিমধ্যেই সিএসসি স্বাক্ষর করেছে এবং শীঘ্রই অনুমোদন করবে।

প্রস্ন-৫. সি এস সি বলতে কি বোঝায় ?

জবাব- ১৯৯৭ সালের পরমাণু দুর্ঘটনার অতিরিকতো ক্ষতিপূরণের সনদের মুল উদ্দেশ্য হলো বিস্বব্যাপী এক দায়বদ্ধতার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং পরমাণু দুর্ঘটনায় আকরান্তদের ক্ষতিপুরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। যেসব রাষ্ট্র ১৯৬৩ সালের ভিয়েনা সনদ অথবা ১৯৬০ সালের প্যারিস সনদের অংশীদার তারাই সি এস সির সদস্য হতে পারেন।যেসব রাষ্ট্র দুটি সনদের একটিরও অংশীদার নন,তারাও সি এস সির সদস্য হতে পারেন যদি তাদের দেশের পরমাণু দুর্ঘটনা দায়বদ্ধতার আইন সি এস সির এবং তার পরিশিষ্টর ,যেটা সি এস সির অবিচছেদ্য অঙ্গ, সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ভারত ভিয়েনা বা প্যারিস সনদের কোনোটারই অংশীদার নয়,কিন্তু সিএলএনডি আইনের ভিত্তিতে ২০১০ সালের ২৯ অকটোবর মাসে সি এস সি স্বাক্ষর করেছে।

প্রস্ন-৬. ভারতের সিএলএনডি সিএস সির সংগে সঙ্গতিপূর্ণ কি ?

জবাব- দায়বদ্ধতা কঠোরভাবে এবং নিশ্চিতভাবে অপারটেরের উপর আইনীভাবে চাপিয়ে দেওয়ার ,সময়সীমা ও ক্ষতিপুরণের সীমাবদ্ধতা , আর্থিক নিরাপত্তা অথবা বিমা দ্বারা রক্ষিত,পরমাণু কেন্দ্রের ও ক্ষতি র সংজ্ঞা অনুযায়ী সিএলএনডি আইন মোটামুটিভাবে সি এস সি ও তার পরিশিষ্টর সংগে সঙ্গতিপূর্ণ।প্রকৃতভাবে, সিএলএনডি আইন সি এস সির মতো আর্ন্তজাতিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠানে ভারতকে যোগদানের সুযোগ করে দিয়েছে। সি

এস সির অষ্টাদশ ধারা অনুযায়ী পরমাণু চুকতি করতে উদ্যোগী পক্ষ যদি ভিয়েনা বা সেই প্যারিস সনদের অংশীদারি না হয়,তাহলে সেই দেশের জাতীয় আইন সনদের পরিশিষ্টর সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সিএলএনডি আইন সনদের পরিশিষ্টর সংগে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রস্ন-৭. সি এস সিতে যেমন বিধৃত আছে সেইমতো পরমাণু কেন্দ্রের দায়বদ্ধতা অপারেটারকে দেওয়ার বিধান রয়েছে?

জবাব- আইনের ৪(১) ধারা অনুযায়ী পরমাণু কেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় পরমাণু সংকরান্ত ক্ষতি হলে দায়বদ্ধতা অপারেটারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও আইনের ৪(৪) ধারা অনুযায়ী ত্রূটিহীণ দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে পরমাণু কেন্দ্রের দায়বদ্ধতা অত্যন্ত কঠোরভাবে অপারেটারের উপর বর্তানো হবে। ৮(১) ধারা অনুযায়ী কোনো পরমাণু কেন্দ্র চালু করার আগে অপারেটার দায়বদ্ধতা পালনের পরিমাণ বিমার মাধ্যমে অথবা আর্থিক নিরাপত্তা যাই হোক না কেন,তা ঘোষণা করবে। ত্রূটিহীণ ব্যবস্থপনার দায়বদ্ধতা অনুযায়ী আইনটির দীর্ঘ শিরোণাম সহ যাবতীয় ধারা সুষ্পষ্টভাবে প্রতিভাত করেছে যে যাবতীয় দায়বদ্ধতা কঠোরভাবে অপারেটারের উপর বর্তাবে।

প্রস্ন-৮. আইনের ১৭ ধারার এবং ১৭(খ) ধারার অনুযায়ী পরমাণু সামগ্রী সরবরাহকারীর উপর দায়বদ্ধতা চাপানোর বিষয়কি? এইগুলি কি সনদের পরিশিষ্টের সীমারেখা অতিকরম করছে না?

জবাব-আইনের ১৭ ধারায় বলা আছে, ৬ ধারা অনুযায়ী পরমাণু সংকরান্ত ক্ষতিবাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে পরমাণু কেন্দ্রের অপারেটারের সরবরাহকারীর উপর দায় চাপাতে পারেন যদি,

ক. চুকতিতে লিখিতভাবে সেই অধিকার স্পষ্টভাষায় বলা থাকে

খ. যদি সরবরাহকারীর বা তার কোনো কর্মীর কার্যকারণে পরমাণু কেন্দ্রে ঘটনা ঘটে থাকে,যার মধ্যে যন্ত্রাংশ অথবা উপাদানে প্রকাশ্য বা সুপ্তভাবে কোনো ত্রূটির কারণে বা নিম্নমানের পরিষেবা অর্ন্তভুকতো

গ. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অথবা উদাসীনতার কারণে পরমাণু দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য কোনো ব্যাকতির কারণে পরমাণু দুর্ঘটনা ঘটে থাকে

সি এস সির পরিশিষ্টের দশম ধারা অনুযায়ী সরবরাহকারীর থেকে দায় আদায় করার অধিকার বিষয়ে চিহিনতো পরিস্থিতির অতিরিকতো আইনের ১৭(ক),১৭(গ) ও ১৭(খ) ধারায় যেসকল পরিস্থিতির উল্লেখ আছে তা সি এস সির পরিশিষ্টের দশম ধারায় বর্ণিত রয়েছে। তবে, আইনের ১৭(খ) ধারায় যে পরিস্থতির উল্লেখ আছে তা অবশ্য চুকতি অনুযায়ী সামগ্রী সরবরাহ করার নিয়মাবলী বা শর্ত্তবলী অথবা পরিষেবা কনট্রাকটের ভিত্তিতে উদ্ভুত পরিস্থিতির পদক্ষেপ নেওয়া বিষয়ে। সাধারণত ,এইগুলি অপারেটার ও সরবরাহকারীর মধ্যেকার চুকতির অর্ন্তগত। এই ধরণের পরিস্থিতির কোনো অভিনবত্ব নেই,বরং যেকোনো চুকতির সাধারণ উপাদান। অতএব এই ধারাটি দেখতে হবে অপারেটার ও সামগ্রী সরবরাহকারীর দায়বদ্ধতা র চুকতির সংস্লিষ্ট ধারার প্রেক্ষাপটে এবং সেই অনুযায়ী পড়তে হবে। প্রয়োগযোগ্য আইনের ভিত্তিতে অপারেটার এবং সরবরাহকারী চুকতির শর্ত্তবলী নিজেরাই স্থির করতে পারবেন। কোনো চুকতির স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবেই এই ধরণের চুকতিতে গ্যারান্টি ও ক্ষতিপুরণ ধারা অনুযায়ী উভয়পক্ষের দায়বদ্ধতার উর্দ্ধসীমা কনট্র্যাকটের উভয়পক্ষ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে থাকে ।

সি এস সির পরিশিষ্টের দশম(ক) ধারা কোনোভাবেই অপারেটার ও সরবরাহকারীর মধ্যেকার চুকতির বিষয়বস্তুর উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে না,এমনকি অপারেটার ও সরবরাহকারীর একে অপরের থেকে দায় আদায় করা নিয়েও। অতএব,উপরিল্লোখিত বিষয়ের ভিত্তিতে আইনের ১৭(খ) ধারায় সরবরাহকারী সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তা আদৌ সি এস সি পরিশিষ্টের দশম(ক) ধারার পরিপন্থী নয়,বরং সঙ্গতিপূর্ণ। অপারেটার ও সরবরাহকারীর মধ্যে উপনীত চুকতির শর্ত্তের ভিত্তিতেই এর বাস্তবায়ণ হবে।

প্রস্ন-৯. আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী দায় আদায় করা কি আইনত বাধ্যতামুলক ?

জবাব- ১৭ ধারায় বলা আছে অপারেটার দায় আদায় করার অধিকার পাবে। যদিও এই অধিকার অপারেটারের পক্ষে গুরূত্বপূর্ণ,কিন্তু এটা বাধ্যতা মুলক নয়। আদায় করার সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। এককথায়, এই ধারা আদায় করার সুযোগ দেয়, কিন্তু অপারেটাবকে চুকতিতে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই বা আদায় করার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার দেয় না। যদিও সিএলএনডি আইন অনুসারে দায় আদায়ে কোনো বাধ্যতামুলক আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার চুকতিতে উল্লেখ করার ব্যবস্থা নেই,তবে দায় আদায়ের অধিকার সমেত ঝুঁকি অংশীদারি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার মতো কোনো

নীতিগত কারণ থাকতে পারে। নীতিগতকারণে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনপিসিএল পরমাণু সামগ্রী সরবরাহকারী র সংগে উপনীত চুকতিতে ২০১১ সালের সিএলএনডি রুলসের ২৪ নম্বর রুলের সংগে সঙ্গতি রেখে দায় আদায় করার অধিকার উল্লেখ করতে পীড়াপীড়ি করবে। সি এস সির পরিশিষ্টের দশম ধারা নিশ্চিত করে বলেনি অপারেটার অথবা সরবরাহকারী চুকতি করার সময় কোন ভুমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় পরমাণু বিমা তহবিল গড়া হয়েছে।যার মাধ্যমে দায় আদায় করার অধিকারের বিষয় সহ অপারেটার ও সরবরাহকারীর মধ্যে একটি আপোস-আলোচনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরমাণু ক্ষয়ক্ষতির দরূণ থার্ডপার্টিকে ক্ষতিপুরণ দেওয়ার জন্য একটি বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা র মাধ্যমে এই তহবিল গড়া হবে। এর ফলে সরবরাহকারীরা বর্তানো আর্থিক দায় বিমাদ্বারা সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন।

প্রশ্ন-১০. 'সরবরাহকারী' কে? সবসময়েই সরবরাহকারী কি বিদেশি কোম্পানি?

জবাব- সিএলএনডি রুলসের ২৪ নম্বর রুলস অনুযায়ী সরবরাহকারী বলতে বোঝায় যে ব্যাকতি,

(১) কার্যকরী বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনো ব্যবস্থাপনা নির্মাণ,প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কোনো সিসটেম,যন্ত্র,যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং সরবরাহ করে,অথবা

(২) একটি সিসটেম উৎপাদন,যন্ত্র,যন্ত্রাংশ এবং একটি কাঠামো নির্মাণের জন্য কোনো ভেন্ডারকে এক নকশা মুদ্রণ ও বিস্তৃত নকশা সরবরাহ করে এবং অপারেটারের কাছে তার গুণবত্তা ও নকশার জন্য দায়বদ্ধ থাকে ,অথবা

(৩) গুণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিস্রূতি ও নকশা পরিষেবার প্রতিস্রূতি দেয়।

সরবরাহকারী সবসময়ে বিদেশি কোম্পানি নাও হতে পারে,উপরিল্লেখিত যোগ্যতা যারা পূরণ করবে এমন দেশি কোম্পানিও হতে পারে,এমনকি অপারেটার(এনপিসিএল) নিজেই সরবরাহকারী সংস্থা হতে পারে কেননা তারা ভেন্ডারকে নকশা মুদ্রণনির্মাণ এবং নির্দ্দিষ্ট বিস্তৃত ডিজাইন দিতে পারে।

প্রশ্ন-১১. আইনের ৪৬ ধারা কি সিএলএনডি আইন ব্যতিত অন্য কোনো আইনের অধীনে পরমাণু ক্ষতি জনিত ক্ষতিপুরণ আদায়ের ক্ষমতা দেয়কি?

জবাব- ৪৬ ধারামতে এমন এক সম্ভাবনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন দেশি ও বিদেশি সরবরাহকারীরা। সিএলএনডি আইনের ৪৬ ধারায় বলা আছে,"বর্তমান সময়ে লাগু আছে এমন কোনো আইনের অধিকারকে খর্ব করে নয়,বরং এই আইনের ধারা অতিরকিতো সংযোজন হিসাবেই ,এমন কোনো উল্লেখ নেই যার দ্বারা অপারেটারকে কোনো আইনী ব্যবস্থা নেওয়া থেকে মুকতো করে,যদি অপারেটারের বিরূদ্ধে এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে হয়।"২০১০ সালের সিএলএনডি আইনের ভাষা অন্য অনেক আইনে উল্লেখিত ভাষার মতোই। যেমন টেলিকম রেগুলেটারি অথরিটি আইন,বিদ্যুত আইন, ভারতের সিকিউরিটিস এবং একসচেঞ্জ বোর্ড আইন(সেবি), বিমা কমিশন আইন। এই ধরুণের ভাষা রূটিনভাবে ব্যবহার করা হয়,যাতে সংস্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য হয়।

প্রস্ন-১২. সি এস সি ভঙ্গ করে কি ৪৬ ধারা সরবরাহকারীদের উপর লাগু করা হচছে?

জবাব- না। সি এলএনডি আইন অনুসারে সকল পরমাণু ক্ষতির আইনী দায়বদ্ধতা কেবলমাত্র অপারেটারদের উপরই বর্তানোর ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য কোনো আইনের ক্ষমতাবলে পরমাণু সংকরান্ত ক্ষতিপুরণ আদায় করার দাবি পেশ করার কোনো অধিকার ৪৬ ধারা দেয় না। এই কারণে এই ধারাটি একমাত্র অপারেটারদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে আদৌ সম্প্রসা রিত নয়। এটা সংসদে আইনটি গৃহীত হওয়ার সময়ে বিতর্কেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য সিএলএনডি বিলটি সংসদে ভো টাভুটির মাধ্যমে গৃহীত হয়। রাজ্যসভায় বিলটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে ভোটাভুটির সময়ে সিএলএনডি আইনের ৪৬ ধারার উপর দুটি সংশোধনী আনা হয়েছিল।যাতে সরবরাহকারীকে এই আইনের আওতায় আনা যায়। তারপরেই আইনে বর্তমান ধারাটি রয়ে যায়। দুটি সংশোধনীই খারিজ হয়ে যায়। আইন থেকে যে অংশ একবার বাতিল হয়ে গিয়েছে,তাকে ফের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন করে পড়া যায় না। প্রত্যেক আইনের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নীতি যে সংসদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং আইণপ্রণেতাবা যেভাবে আইনের ব্যাখ্যা করেন,সেইভাবেই ব্যাখ্যা করা উচিত।(M/s. Turtuf Safety Glass Industries V Commissioner of Sales Tax U.P., 2007 (9) SCALE 610, and State of Kerala & Anr V P.V. Neelakandan Nair & Ors, 2005 (5) SCALE 424)

প্রস্ন-১৩. আইনের ৪৬ ধারা আকরান্তদের অপারেটার অথবা সরবরাহকারীর বিরূদ্ধে বিদেশের আদালতে আপীল করার অধিকার দেয় কি ?

জবাব- আইনের ৪৬ ধারায় একমাত্র অপারেটারের থেকে যাবতীয় প্রতিকার নেওয়ার সুযোগ অর্ন্তভুকতো রয়েছে। এই আইন আদৌ অপারেটারকে তার বিরূদ্ধে রূজু হওয়া অন্য

কোনো মামলা থেকে ছাড় দেয় না,বা এই আইন ব্যাতিত ভারতে লাগু অন্য কোনো আইনের আওতা থেকেও রেহাই দেয় না। "এর অতিরিকতো এবং রেহাই দেয়না" বাক্যটি তার আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার হবে। ৪৬ ধারা কোনোভাবেই অন্য কোনো আইনের প্রয়োগকে প্রভাবিত করে না। তারফলে পরমাণু ক্ষতিজনিত দেওয়ানি দায়বদ্ধতা ব্যতিত অন্য কোনো আইন প্রয়োগ করা থেকেও অপারেটারকে রেহাই দেয় না। একইভাবে কোনো আকরান্তকে বিদেশের আদালতে দ্বারস্থ হওয়ার কোনো সুযোগও দেয় না। কেননা, তাহলে পরমাণু জনিত ক্ষতির আকরান্তদের ক্ষতিপূরণ আদায় করার দেশীয় আইনী কাঠামো তৈরির আইনের মৌলিক ভিত্তির বিরোধি হয়ে যায়। ঘটনা হলো, সিএলএনডি আইন সংসদে গৃহীত হওয়ার সময়ে এই বিষয়ের উপর একটি আইনী সংশোধনী নাকচ হওয়া থেকেই ঐ প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হয়।

প্রস্ন-১৪. প্রস্তাবিত বিমা তহবিল অপারেটারদের এবং সরবরাহকারীদের জন্য কিভাবে উপযোগী হবে?

জবাব- ভারতীয় পরমাণু বিমা তহবিল জিআইসি ফোর ই এবং আরো চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দ্বারা গঠিত একটি ঝুঁকি হস্তান্তর তহবিল ব্যবস্তাপনা যারা ১৫০০ কোটির মধ্যে ৭৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। বকেয়া অংশ কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে লগ্নি করবে। সিএলএনডি আইনের ৬(২) ধারা অনুযায়ী এবং পরমাণু কেন্দ্রের অপারেটারদের এবং ১৭ ধারা অনুযায়ী সরবরাহকারীদের দায়বদ্ধতার ঝুঁকি এই তহবিল অর্ন্তভুকতো হবে। এই তহবিলের অর্ন্তভুক্তো হবে তিনটি নীতি। টার্ন কি সরবরাহকারী ব্যতিত এক বিশেষ ধরণের সরবরাহকারী জন্য একটি আশু ব্যবস্থা নেওয়ার পদ্ধতি ঐ নীতির অর্ন্তভুকতো রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অপারেটার এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে একে অপরের বিরূদ্ধে মামলা করার পরিবর্তে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যৌথভাবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থা যেমন ভারতীয় সরবরাহকারীদের পক্ষে গুরূত্বপূর্ণ ,তেমনি আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্র ও অন্যান্য যেকোনো সরবরাহকারীর পক্ষে গুরূত্বপূর্ণ। ফ্রান্স,রাশিয়া,দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকা যুকতোরাষ্ট্র সহ বিস্বে ২৬ টি দেশে কার্যকর এই ধরণের তহবিলের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য একটি আর্ন্তজাতিক ওয়ার্কশপ ভারতে আয়োজন করা হয়েছে।

প্রস্ন -১৫. এই বিমা বিলের অধীনে বিমা নীতি এবং প্রিমিয়াম কি ধরণের হবে?

জবাব- এই বিমা পুলের অধীনে সিএলএনডি আইনের ৬(২) ধারা অনুযায়ী পরমাণু অপারেটারদেরএবং সরবরাহকারীদের দায়বদ্ধতার জন্য প্রযোজ্য ১৭ ধারা অনুযায়ী

অর্ন্তভুকতো। তিনধরণের বিমা নীতি এর অর্ন্তভুকতো-টায়ার এক নীতি অপারেটারদের জন্য,টায়ার দ্বিতীয় নীতি টার্ন কি সরবরাহকারীদের জন্য এবং টায়ার তিন টার্ন কি সরবরাহকারী ব্যতিত অন্যদের জন্য প্রযোজ্য। প্রিমিয়ামের মুল্য নির্ভর করবে ঝুঁকির সম্ভ্যাবতা,ক্ষ্তির সম্ভাব্য ব্যাপকতা, জনসাধারণের উপর প্রভাব পড়ার আশংকা এবং পরমাণু সংস্থার চতুর্দিকের সম্পত্তির উপরে। ঝুঁকির মুল্যায়ণ করে জিআইসি আর ই ,বিমা প্রশাসক এবং অন্যান্যরা এনপিসিআইএলের সংগে প্রিমিয়ামের মুল্যায়ণ নিদ্ধারণ করছে। এই পরকিরিয়িায় সাহায্য করার জন্য পারমাণবিক শকতি বিভাগ নিরাপত্তার বিঘ্নিত হওয়ায়ার সম্ভাবতা নিয়ে সমীক্ষা করেছে। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক,বাজার ভিত্তিক,এবং ভারতীয় অবস্থা অনুযায়ী আর্ন্তজাতিক সর্বোৎকৃষ্ট মানের উপযোগী।

প্রস্ন-১৬. এই ব্যবস্তা করদাতাদের উপর বোঝা বাড়াবে কিনা এবং পরমাণু বিদ্যুতের ব্যয় বাড়াবে কিনা ?

জবাব-এটা বোঝা উচিত যে করদাতা বা সরকারের উপর কোনো বাড়তি বোঝা পড়বে না। সিএলএনডি আইন অনুযায়ী এনপিসিএলকে (অপারেটার) পরমাণু ক্ষতির জন্য এক আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখবে যাতে পরমাণু জনিত ক্ষতির দরূণ সর্বাধিক(১৫০০ কোটি) দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। বর্তমানে এর জন্য এন পিসিএল একটি ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়েছে যার কারণে একবার্ষিক ফি দিয়ে থাকে। ভারতীয় পরমাণু বিমা পুলের(এনপিআইপি) মাধ্যমে একটি আর্ন্তজাতিক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করা হবে।বিমা পুলের অধীনে এনপিসিএল সমপরিমাণ বিমা আয়োজন করবে যে পরিমাণ তারা পুলের জন্য বার্ষিক দায় বহন করে বার্ষিক প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম কয়েক বছরে ৭৫০ কোটি টাকা বহন করবে বিমা পুলের জন্য,যতদিন বিমা কোম্পানিগুলি নিজেরা এই অর্থ সংস্থান করতে পারছে। যাইহোক, কেন্দ্রীয় সরকার মোট তহবিলের প্রিমিয়ামের একটি অংশ আনুপাতিক হারে আয় করবেন,যেটা তারা কোনো পরমাণু দুর্ঘটনা হলে কাজে লাগাতে পারবেন।অপারেটার এবং সরবরাহকারী প্রিমিয়াম বাবদ যে অর্থ ব্যয় করবেন তাতে বিদ্যু কেন্দ্রের ব্যয়ের উপর ন্যনতম প্রভাব ফেলবে।আর্ন্তজাতিক ২৬ টি বিমা পুলের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, অপারেটারকে বিদ্যুত কেন্দ্রের মোট ব্যয়ের এক ভ্গ্নাংশ ব্যয় করতে হয়।

প্রস্ন-১৭. সিএলএনডি আইন অনুযায়ী কতটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ?

জবাব- সিএলএনডি আইনের ৬(১) বর্তমান ধারা অনুযায়ী পরমাণু দুর্ঘটনা জনিত ঘটনার জন্য সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতার পরিমাণ তিনশত মিলিয়ন স্পেশাল ড্রইং রাইটসের সমপরিমাণ রূপী। এক এসডিআরের বর্তমান মুল্য ৮৭। তিনশত মিলিয়ন এসডিআরের অর্থ ২৬১০ কোটি টাকা। আইনের ৬(২) ধারা অনুযায়ী অপারেটারের সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা ১৫০০ কোটি টাকা। সিএলএনডি আইনের ৭(১) ধারা অনুযায়ী যদি দায়বদ্ধতা ১৫০০ কোটির টাকার অতিরিকতো হয়,তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ১১০০ কোটি টাকার পার্থক্য পূরণ করবে। ২৬১০ কোটি টাকার অতিরিকতো ক্ষতি হলে ভারত সিএস সির অধীনে অতিরিকতো অর্থের সুযোগ পাবে যদি সি এস সির সনদের অংশীদার হয়।

সিএলএনডি আইনের ৭(২) ধারা অনুযায়ী অপারেটারের উপর একটি লেভি ধার্য করে এক 'পরমাণু দায়বদ্ধতা তহবিল' গড়তে পারে ,যেমনটা আইন অনুযায়ী করা যেতে পারে। বর্তমানের চালু বিদ্যুত কেন্দ্র ও ভবিষ্যতের কেন্দ্রর উপর অপারেটারদের উপর একটি স্বল্প চার্জ করে দশ বছর ধরে একটি তহবিল গড়া যেতে পারে। এটা কোনোভাবেই কেরতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে না।

প্রস্ন-১৮. বর্তমান কনট্রাকটে যা উল্লেখিত আছে তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে অপারেটার ও সরবরাহকারীকে কি বাড়তি ক্ষতিপুরণ দিতে বলা যেতে পারে?

জবাব- ভবিষ্যতে আইন অনুযায়ী বাড়তি ক্ষতিপুরণ দেওয়ার বিষয়ে এবং সরবরাহকারীর উপর তার পরতিকিরিয়া সম্পর্কে বর্তমানের চুকতির ভিত্তিতে আইনের পরিধিতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত বিচাববুদ্ধি। আইনের চোখে কোনো পক্ষের চুকতির অভিলব্ধ অধিকার কোনোভাবেই পিছনের দিকে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। মেসার্স পুর্বাঞ্চল কেবলস ও কন্ডাকটারস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম আসাম বিদ্যুত পর্ষদ এবং অন্যান্যরা (২০১২) ৬ এস সি আর ৯০৫ সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয়, সংসদ যদিও পুরানো সময়কাল থেকে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করতে পারেন, তথাপি বর্তমানে লাগু কোনো দায়বদ্ধতার পরিবর্তন বা সংশোধন বা অধিকৃত অধিকারের উপর কোনো নতুন বোঝা চাপানোর কোনো অধিকার বর্তায় না।

প্রস্ন-১৯. পরবর্তী পদক্ষেপ কি?

জবাব- এখন সংস্লিষ্ট কোমপানিগুলি নিজেদের ম ধ্যে দরকষাকষি করবে এবং আমাদের আইন ও ব্যবস্থা মোতাবেক লাভজনক এক কারিগরী-বাণিজ্যিক প্রস্তাব দেবে এবং

কনট্র্যাকট চূড়ান্ত করবে।যাতে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতায় পরমাণু চুল্লি তৈরি হয়ে ভারতের বিদ্যুত নিরাপত্তা এবং দূষণবর্জিত বিদ্যুতের লক্ষ্য শকতিশালী করে তোলে।

নয়াদিল্লি

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫